হাসিনার পাসপোর্টের আবেদন নিয়ে রয়টার্সের খবর নাকচ করল ঢাকা



শেখ হাসিনা। ছবি: সংগৃহীত

ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য আবেদন করেছেন বলে প্রকাশিত রয়টার্সের প্রতিবেদন অস্বীকার করেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নয়াদিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশন। সরকারি ও কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে জানানো হয়েছে, হাসিনা বা তাঁর আইনজীবীদের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো আবেদন বা চিঠি পাওয়া যায়নি।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দেশ ছাড়ার ঘটনায় শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এটিই প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের চেষ্টা। সোমবার (৯ নভেম্বর) দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে তাঁর যুক্তরাজ্যভিত্তিক আইনজীবীদের পাঠানো একটি চিঠি দেখার কথা জানায় সংবাদমাধ্যমটি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকার শেখ হাসিনার আগের পাসপোর্ট ও এনআইডি বাতিল করার পর নতুন নথি চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। চিঠিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের আওতায় বাংলাদেশের দায়িত্বের বিষয়টি উল্লেখ করে দ্রুত পাসপোর্ট ও এনআইডি দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ হলে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চান বলেও তাঁর সহযোগীদের বরাতে উল্লেখ করা হয়।

তবে রয়টার্সের এই তথ্যের সঙ্গে দ্বিমত জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দিল্লির হাইকমিশন। সংশ্লিষ্ট সরকারি ও কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, শেখ হাসিনা কিংবা তাঁর আইনজীবীদের কাছ থেকে নতুন পাসপোর্ট বা এনআইডির জন্য কোনো আবেদন তাঁদের কাছে পৌঁছায়নি।

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনা দেশ ছাড়েন। পরবর্তী সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা ও বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।